199

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 9 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 2 ...

205

ইংরেজী শেখার ক্ষেত্রে ত্রুটি

ইংরেজী শেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। বরং কিভাবে শিক্ষার্থীদের আরও ভালভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া যায় সে সম্পর্কে আছে চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ। ইংরেজী শেখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটিগুলো পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন

মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন

কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট ইত্যাদি প্রযুক্তিসমূহ আজকের বিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত করেছে। প্রতিটি দেশকে প্রতিনিয়ত অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে, ভাব বিনিময় করতে হচ্ছে। আর এসবের প্রধান মাধ্যম ইংরেজী। শুধু তাই নয়, দেশের জনগোষ্ঠীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য, দক্ষ কম্পিউটার টেকনিশিয়ান তৈরি করতে, উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় (চিকিৎসা, প্রকৌশল শাস্ত্র) শিক্ষিত হতে, সর্বশেষ তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে ইংরেজীর ওপর এক শ' ভাগ নির্ভর করতে হয়। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত ও বর্তমানের প্রায় সব পুস্তক ইংরেজী ভাষায় রচিত। তাই মাতৃভাষার পর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে আজ আর কেউ অস্বীকার করে না। আসলে প্রায়োগিক প্রয়োজনেই আজ আমাদের ইংরেজী শিখতে হবে।

কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দশ/বারো বছর ইংরেজী পড়েও ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না, লিখতে পারে না, পারে না যোগাযোগ করতে। এমনকি অনেক বোর্ড স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রীরও ইংরেজী জ্ঞান যৎসামান্য। গত দু'-এক বছর ধরে ডিগ্রী ক্লাসেও ইংরেজী বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ইংরেজী শিক্ষা কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে। তা ছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে রয়েছে অসংখ্য ইংরেজী শিক্ষাকেন্দ্র। এত সবের পরও আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজীতে দুর্বল। পরীক্ষায় ইংরেজীতে ফেল করে অধিক ছাত্রছাত্রী। এর প্রধান কারণ ইংরেজী শেখার মূলে আমাদের ত্রুটিসমূহ। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, যে কোন ভাষা শেখার জন্য চারটি মাধ্যমের ওপর নির্ভর করতে হয়। ইংরেজীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।

অা পড়া ঃ ইংরেজী একটি ভাষা। বিদেশী ভাষা। অন্যান্য বিষয়ের (যেমন গণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি) সঙ্গে এখানেই ইংরেজীর প্রধান পার্থক্য। মাতৃভাষা বাংলা আমরা মায়ের মুখ থেকে, পরিবার থেকে, আশপাশের পরিবেশের সংস্পর্শে সহজেই আয়ত্ত করে ফেলি। কিন্তু [illegible] ইংরেজী এভাবে শেখার উপায় নেই। [illegible] তাই ইংরেজী নামক বিদেশী ভাষা শিখতে হলে প্রথমেই সঙ্কল্পবদ্ধ হতে হবে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই (স্কুল পর্যায় থেকে) সমৃদ্ধ করা দরকার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার বা ভক্যাবিউলারি। প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫টা নতুন শব্দ মুখস্থ করা যেতে পারে। এতে দু'এক বছরের ব্যবধানে অসংখ্য শব্দ নিজের আয়ত্তে আসবে। তা ছাড়া নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করতে হবে ইংরেজী বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা। কতিপয় ইংরেজী প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করা আর ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ইংরেজী শিখতে হলে রুটিন করে পড়তে হবে, প্রচুর জানতে হবে প্রতিটি শব্দের ব্যবহার।

অা শোনা ঃ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীর উচ্চারণ শুদ্ধ করার জন্য প্রচুর শুনতে হবে। এর যথার্থ মাধ্যম হচ্ছে বিবিসি। প্রত্যহ এক-আধ ঘণ্টা বিবিসি নিউজ শুনলে আপনার ইংরেজীর উচ্চারণ উত্তরোত্তর শুদ্ধ হতে বাধ্য। আর বিটিভির ইংরেজী নিউজ কিংবা বেতারের সংবাদও কম কিসে! এ ছাড়া ইংরেজী নাটক, সিনেমা বা অন্য কোন ইংলিশ প্রোগ্রাম দেখা যেতে পারে। এতে আপনি ইংরেজীর ব্যবহারিক জ্ঞান পাবেন।

অা লেখা ঃ ইংরেজী শিক্ষার জন্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার চর্চা করা খুবই জরুরী। আর পরীক্ষায় তো লেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে কোন টপিক নিয়ে নিজের ভাষায় প্রতিদিন কিছু না কিছু লেখার অভ্যাস করা দরকার। নিয়মিত লেখার অভ্যাস করলে ক্রমান্বয়ে যে কোন বিষয়ের ওপর লেখার যোগ্যতা আসবে। তাই ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত হলো, ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক প্রতিদিন লেখা চাই-ই। লেখার সহজ নিয়ম হলো, ছোট ছোট বিষয় থেকে ক্রমান্বয়ে অনুচ্ছেদ, প্রবন্ধ কিংবা জার্নাল লেখার অভ্যাস করা।

অা বলা বা চর্চা ঃ একটি ভাষা শেখার সর্বজনীন মাধ্যম হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম বা ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থাৎ কথোপকথনের মাধ্যমেই যে কোন ভাষায় মানুষের দক্ষতা অর্জিত হয়। কিন্তু অনেকেই অহেতুক লজ্জার কারণে কিংবা 'পাছে লোকে কিছু বলে' ভয়ে ইংরেজী বলতে চান না। মনে রাখা দরকার, বলার চর্চা ছাড়া কখনই ইংরেজী শেখায় পূর্ণতা আসবে না। নিজের জানা ইংরেজী যদি ভাষায় প্রকাশ করা না যায় তাহলে ইংরেজী শেখাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। [illegible] সবচেয়ে ভাল হয়, এমন এক বন্ধু বেছে নেয়া যার সঙ্গে ইংরেজীর চর্চা করা যায়। তা ছাড়া আপনার পরিবার যদি শিক্ষিত হয় তাহলে সেখান থেকেও ইংরেজী বলার চর্চা শুরু করতে পারেন। প্রথম প্রথম কিছুটা জড়তা থাকলেও পরে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।